মুজিবনগরে ভৈরব নদের রশিকপুর স্লুইস গেটে গোসল করতে নেমে দুই যুবক নিখোঁজ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার ভৈরব নদের রশিকপুর সুইসগেটেগোসল করতে নেমে দুই যুবক নিখোঁজ রয়েছে।

তারা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার আমদহ গ্রামের টেংরামারী গ্রামের আব্দুল হান্নানের ছেলে নিলয় হোসেন ও সদর উপজেলার আমদহ গ্রামের মহির উদ্দীনের ছেলে কৌশিক। তারা দুজনেই কলেজ ছাত্র ও বন্ধু।

আজ সোমবার বেলা ৩ টার দিকে নিখোঁজ দুজনসহ তাদের অপর ৬ বন্ধু গোসল করতে নামে। হঠাৎ নিলয় ডুবে যায় এসময় কৌশিক তাকে বাঁচাতে গেলে দুজনেই পানির নিচে তলিয়ে যায়।

পরে খবর পেয়ে মুজিবনগর ফাাঁয়ার সাভির্সের টিম লিডার সেলিম রেজার নেতৃত্বে একটি টিম ঘটনাস্থলে এসে প্রাথমিকভাবে খোঁজখবর শুরু করেছে। তিনি জানান, আমরা এসে রেকি করেছি। এছাড়া খুলনার ডুবরি দলকে খবর দেওয়া হয়েছে। তারা ঘটনাস্থলে এসে উদ্ধার কাজ শুরু করবে।

স্থানীয়রা জানান, মুজিবনগর উপজেলার রশিকপুর ও রতনপুর গ্রামের সংযোগস্থল এই সুইসগেট। পানির সৌন্দর্য দেখতে এসে বিগত কয়েক বছরে প্রায় ৮ জন মারা গেছে।

স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন প্রতি বছরে এখানে মৃত্যুর ঘটনা ঘটলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্থানটির সুরক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তারা স্থানটিকে সুরক্ষার জন্য আবেদন জানান।

‘বিষ’ চাষের প্রস্তুতি

মহাসমারোহে

নিল রঙের নেট দিয়ে একটি জমিকে ঘিরে তার মধ্যে ছোট ছোট বীজতলা, বীজতলার পাশে বিভিন্ন ধরণের সবজি ও ফুলের গাছ ।

সামনের দিকে প্রবেশের জন্য সুন্দর একটি ফটক। দুর থেকে একটি সুন্দর আয়োজন মনে হলেও ভয়ঙ্কর অসুন্দর আয়োজনের প্রস্তুতি চলছে বিষ চাষ অর্থাৎ তামাকের চারা উৎপাদনের জন্য। পুরো জেলা জুড়ে এ চিত্র প্রায় শতাধিক।

মেহেরপুর শহর ছেড়ে কাথুলী সড়কের বিভিন্ন স্থানসহ জেলার বিভিন্ন স্থানে এমন ভয়ঙ্কর প্রস্তুতি মহাসমারোহে চলছে তামাকের চারা উৎপাদন প্রক্রিয়ায়। এ সড়কের মোনাহারপুর কবরস্থান থেকে কুলবাড়িয়া ইটভাটা মাত্র আধা কিলোমিটারের মধ্যেই এ ধরণের বীজতলা তৈরি করা হয়েছে ৬টি। এর মধ্যে বৃটিশ আমেরিকান টোব্যকোর (বিএটি) ৩টি, আবুল খায়ের গ্রুপের ২টি এবং জাপান টোব্যকো ইন্ডাস্ট্রিজের ১টি। তামাক কোম্পানীগুলোর লোভনীয় ফাঁদে পড়ে সাধারণ কৃষকরাই ঝুঁকছেন এ বিষ চাষে। এক মাস ১০ দিনের এ বীজতলা থেকে চারা উৎপাদনের পর সেগুলো হাজার হাজার বিঘা জমিতে চাষ করা হবে। চোখের সামনে ভয়ঙ্কর এ আয়োজন যেন চলছে বছরের পর বছর।

মেহেরপুর জেলায় গত বছর ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তামাক চাষ হয়েছে ৯৭৫ হেক্টর অর্থাৎ ৭ হাজার ৩১২ বিঘা জমিতে। তামাকের আবাদ এবছর আরও সম্প্রসারণ করতে ইতিমধ্যে তামাকের চারা উৎপাদনের জন্য এ বীজতলাগুলো তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।
তামাকের এ আগ্রাসনের ফলে সবজি উৎপাদনের জেলায় প্রতিনিয়ত সবজি উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে। তামাক চাষের ফলে আবাদি জমির উর্বরতা শক্তি হারিয়ে যাচ্ছে। তামাক উৎপাদনের সাথে জড়িত নারী-শিশুসহ বয়স্ক মানুষজন বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এ জেলার ঘরে ঘরে ফুসফুস, শ্বাসকষ্টসহ ক্যান্সারের মত মরণব্যাধি দেখা দেবে। এত কিছু জানার পরও তামাক কোম্পানীর গুলোর লোভনীয় ফাঁদে পড়ে কিছু অর্থনৈতিক সুবিধা পেতে সাধারণ কৃষকরা তামাক আবাদে ঝুঁকে সবজি উৎপাদনের জমিগুলোর উর্বরতা নষ্ট করছেন।

জেলায় কয়েকটি তামাক ক্রয়ের কোম্পানি আছে। এগুলোর মধ্যে বৃটিশ-আমেরিকান টোব্যাকো, জাপান টোব্যাকো, আবুল খায়ের টোব্যাকো

কৃষকদের বিভিন্নভাবে প্রণোদনা দিয়ে থাকে। এই কোম্পানিগুলোর এলাকাভিত্তিক নিজস্ব তামাক চাষীদের তালিকা আছে। এক্ষেত্রে প্রতিটি কোম্পানির আলাদাভাবে তালিকা থাকে। সেই তালিকা ধরে প্রণোদনা হিসেবে বিনামূল্যে বীজ, ঋণ হিসেবে বাজারদরে সার, কীটনাশক (যা তামাক ক্রয়ের পরে মূল্যের সঙ্গে পরবর্তীতে সমন্বয় করা হয়) এবং নগদ টাকাও ঋণ দেয়। এগুলো দিয়েই শেষ না বীজতলা থেকে যাতে কাঙ্খিত চারা উৎপাদন হয় এবং চাষ করা হয় সে পর্যন্ত তদারকি করে থাকের কোম্পানীর প্রতিনিধিরা।

গতকাল রবিবার সকালে মেহেরপুর-কাথুলী সড়কের মোনাহারপুর মাঠে বিএটির তত্ত্বাবধানে একটি বীজতলার তৈরির কাজ করছিলেন কয়েকজন কৃষক। তাাঁদের সাথে কথা বলা জানা গেছে, ৮ থেকে ১০ জন কৃষক মিলে এক বিঘার একটি বীজতলা তৈরি করেছেন। যা থেকে যে চারা উৎপাদন হবে তা প্রায় দেড়শ বিঘা জমির তামাক আবাদ করা যাবে।

বীজতলার মালিক মো: হিরো বলেন, তাঁদের এ বীজতলাটি তৈরি করতে প্রায় এক লাখ টাকা খরচ হয়েছে। নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে তারপর অন্য কৃষকদের কাছে চারা বিক্রি করবেন। বীজতলা তৈরির জন্য বিএটি থেকে নেট, বীজ ও কীটনাশক দিয়েছেন ঋণ হিসেবে পরে তামাক বিক্রয়ের সময়ে সেখান থেকে টাকা কেটে নেই।

হিরো আরও বলেন, তামাক চাষ করে খুব বেশি লাভ হয় না। তবু তামাক কোম্পানীগুলোর পিড়াপিড়াতে করতে হয়।

কথা হয় তামাক চাষী উজুলপুর গ্রামের আবু হানিফের সাথে। তিনি বলেন, আমার সাড়ে তিন একর জমির চাষ করার কার্ড রয়েছে। গত বছর ১০ বিঘা জমিতে চাষ করেছি। ভালো লাভ হয়নি। চাষিদের লজ্জা নেই, তাই লস হলেও করি। এবার কতবিঘা চাষ করবো এখনো বলা যাচ্ছে না। তিনি বলেন, কোম্পানীর কার্ড থাকায় তামাক বিক্রি করে টাকা পেতে সমস্যা হয়না বলে আবু হানিফ জানান।

একই গ্রামের মঈনদ্দিন নামের আরেক কৃষক বলেন, তামাক চাষ করলে ক্ষতি হয়। তামাক জ্বালানোর সময় শরীর জ্বরে, চুলকায় এবং শ্বাষকষ্ট হয়। গত বছর দুই বিঘা তামাকের চাষ করলেও এ বছর না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এচাষে শরীরের ক্ষতি ছাড়াও জমিরও অনেক ক্ষতি হয়।

মিনারুল ইসলাম নামের আরেক কৃষক বলেন, এক বিঘা তামাক চাষ করতে ৭/৮ বস্তা সার লাগে। বেশি লাগে ড্যাপ (ডিএপি) সার। তামাক কোম্পানী

থেকে শুধু এসওপি সার দেয় বাকি সার বাজার থেকেই কিনতে হয়।

বীজতলা পরিচর্যার দেখভাল করছিলেন বৃটিশ আমেরিকান টোব্যকো বিএটির লিফ ম্যানেজার তানভির হোসেন, মেহেরপুরে মোট কতটি বীজতলা করা হয়েছে এবং কি পরিমাণ জমিতে তামাক চাষ করার লক্ষ্যমাত্রা আছে তা তিনি জানাতে অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, জার্মিনেশনের উপর ভিত্তি করে তামাক চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। বীজগুলো যাতে ভালোভাবে জার্মিনেশন হয়

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সূত্র মতে, মেহেরপুর জেলায় ৯৭৫ হেক্টর জমিতে গত বছর তামাকের চাষ হয়েছে। জেলায় মোট আবাদি জমি রয়েছে ৫৮ হাজার ৫০৭ হেক্টর।

কৃষি অফিসের তথ্য মতে প্রতি বিঘা জমিতে জমিতে তামাক চাষ করতে ৪০ কেজি ইউরিয়া, ৫০ কেজি ডিএপি, ৫০ কেজি এসওপি, ১ কেজি দস্তা ও আধা কেজি বোরণ প্রয়োজন হয়।

কিন্তু কৃষকদের তথ্যমতে প্রতিবিঘা জমিতে ৭/৮ বস্তা সার লাগে। বেশি লাগে ডিএপি সার। তামাক চাষ করার জন্য তামাক কোম্পানীগুলো শুধুমাত্র এসওপি সার সরবরাহ করে। বাকি সারগুলো সাধারণ খুচরা সার ডিলার ও সার ব্যবসায়ীদের কাছে থেকে সংগ্রহ করেন চাষীরা। কৃষি বিভাগ থেকে তামাকের জন্য কোন সার বরাদ্দ না থাকলেও কৃষকরা বিভিন্ন ফসলের নাম করে তামাকের সার সংগ্রহ করেন। যার ফলে প্রতিবছর তামাক মৌসুম শুরু হওয়ার আগে সারের কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টি হয়।

মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক জেসমিন ফেরদৌস বলেন, তামাকচাষে নিরুৎসাহীত করতে কৃষকদের নিয়ে প্রশিক্ষণ, উঠান বৈঠক ও লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে। তামাকে বিপরীতে পেঁপের চাষ করতে উদ্ধুদ্ধ করা হয়েছে। আশা করছি গতবছরের তুলনায় এবছর কিছু হলেও তামাকের চাষ কমবে।

সার সঙ্কটের বিষয়ে তিনি বলেন, চাষীরা প্রয়োজনের তুলনায় জমিতে অধিক সার ব্যবহার করেন। তাঁরা মনে করেন বেশি সার ব্যবহার করলে ফলন ভালো হয়। তবে আমরা এবছর অতিরিক্ত সারের চাহিদা পাঠিয়েছি।

মেহেরপুরের কুতুবপুরে অ্যাড. কামরুল হাসানের গণসংযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের সুবিদপুর গ্রামে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে এক গণসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রোববার বিকেলে এ গণসংযোগে তিনি স্থানীয় জনগণের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা দাবি সম্বলিত লিফলেট বিতরণ করেন।

গণসংযোগে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যাপক ফায়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, সুবিদপুর ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি কেনেডি, জেলা শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের সভাপতি আলিফ আরাফাত, সদর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক লিয়াকত আলি, জেলা যুবদলের সদস্য মেহেদী হাসান রোলেক্স, বিএনপি নেতা নাহিদসহ ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের নেতাকর্মী ও সহযোগী অঙ্গসংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ।

মেহেরপুরের পাটকেলপোতায় জামায়াতের গণসংযোগ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে সদর উপজেলার বারাদি ইউনিয়নের পাটকেল পোতা গ্রামে গণসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকাল ৫টার দিকে পাটকেল পোতা গ্রামের প্রধান সড়ক

ও দোকানপাটে এ গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী জেলা আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের প্রার্থী মাওলানা তাজউদ্দিন খান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন, মেহেরপুর সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, উপজেলার সেক্রেটারী ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাষ্টার, মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের সদরের সভাপতি আবুল হোসেন, বারাদি ইউনিয়নের আমির মাওলানা আছাদুল ইসলাম, সেক্রেটারি আব্দুর রাজ্জাক, পাটকেল পোতা ওয়ার্ড সভাপতি মাওলানা ফরিদউদ্দিন সহ বারাদি ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গণসংযোগ কর্মসূচিতে আসন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনসম্পৃক্ততা বাড়ানো এবং দলীয় প্রার্থীর পক্ষে সর্বাত্মক সমর্থন প্রদানের আহ্বান জানানো হয়।

মুজিবনগরে আমিরুল ইসলামের গণসংযোগ ও পথসভা

মেহেরপুর-১ আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশী মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আমিরুল ইসলাম মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নে বিএনপি’র চেয়ারপার্সন তারেক রহমানের ৩১ দফা দাবি বাস্তবায়নসহ ধানের শীষের পক্ষে ভোট চেয়ে গণসংযোগ করেছেন।

গতকাল রবিবার বিকাল ৪টায় গণসংযোগের উদ্দেশ্যে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের জয়পুর গ্রামে পৌঁছালে জয়পুর গ্রামের বিএনপি নেতা কর্মীরা তাকে স্বাগত জানান। তিনি বাগোয়ান ইউনিয়নের জয়পুর গ্রামে ধানের শীষের পক্ষে ভোট চেয়ে গণসংযোগ, পথসভা ও ৩১ দফার লিফলেট বিতরণ করেন। এ সময় সাধারণ জনগণের মাঝে তারেক জিয়ার ৩১ দফা দাবি বাস্তবায়ন সহ ধানের শীষের পক্ষে ভোট প্রদানে জনগণকে উৎসাহিত করেন তিনি।

এ সময় বাগোয়ান ইউনিয়নের গ্রামগুলোর বিএনপি’র নেতাকর্মী ও সমর্থকরা রাস্তার দুই ধারে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে তাকে স্বাগত জানান এবং আগামী নির্বাচনে ধানের শীষে ভোট দিয়ে জাতীয়তাবাদী দলকে ক্ষমতায় নিয়ে আসার অঙ্গীকার করেন।

গণসংযোগকালে পথসভায় বিএনপি’র নেতাকর্মী ও সমর্থকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ১৬ বছর আওয়ামী লীগের জুলুম নির্যাতন সহ্য করে আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা নতুন একটি দেশ পেয়েছি। আপনারা জাতীয়তাবাদী শক্তিকে শক্তিশালী করে ধানের শীষে ভোট দিয়ে বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বসিয়ে ১৬ বছরের আন্দোলন সংগ্রামের সফলতা নিয়ে আসব। বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমান যাকে ধানের শীষের প্রতীক দিয়ে আমাদের মাঝে পাঠাবেন আমরা তার হয়ে একযোগে ধানের শীষের পক্ষে ভোট করে তার বিজয় সুনিশ্চিত করব।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি রফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ইসলাম আলী, মোনাখালী ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি রায়হান কবীর, সাধারণ সম্পাদক আনিসুজ্জামান টুটুল, দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি হাফিজুর, সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর রহমান, জেলা যুবদলের দপ্তর সম্পাদক হাবিবুর রহমান ভিকু, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনারুল ইসলাম, দারিয়াপুর ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক নাহিদুল ইসলাম, মেহেরপুর সরকারী কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি ফাহিম আহনাফ লিংকনসহ মোনাখালী ও দারিয়াপুর ইউনিয়ন, ওয়ার্ড, গ্রাম বিএনপি’র নেতাকর্মীবৃন্দসহ মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি, যুবদল, কৃষক দল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে মাসুদ অরুণের গণসংযোগ ও পথসভা

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর বাজারে গণসংযোগ করেছেন বিএনপি’র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ

অরুণ।

গতকাল রবিবার বিকেলে অনুষ্ঠিত এ গণসংযোগে মাসুদ অরুণ স্থানীয় ব্যবসায়ী, পথচারী ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। এসময় তিনি আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে ধানের শীষের পক্ষে থাকার আহ্বান জানান।

গণসংযোগে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর পৌর বিএনপি’র সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, জেলা শ্রমিক দলের সভাপতি আহসান হাবিব সোনা, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

মেহেরপুরে পৃথক অভিযানে গাঁজা ও ইয়াবাসহ আটক ২

মেহেরপুরের গাংনীতে ৪ কেজি গাঁজাসহ ১ জন আটক হয়েছে। গতকাল রবিবার ভোরে উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের গাড়াবাড়ীয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে আসাদুজ্জামান বিজয় (২২) আটক হয়। আটককৃত বিজয় গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের জিয়ারত ইসলামের ছেলে।

তার বিরুদ্ধে মেহেরপুর জেলার গাংনী থানায় ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনের ৩৬(১) সারণির ১৯(ক) ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ বানি ইসরাইল জানান, র্যাবের অভিযানে গাড়াবাড়ীয়া গ্রাম থেকে বিজয় নামের একজনকে আটক করে। পরে তাকে গাংনী থানায় হস্তান্তর করলে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের মামলায় কোর্টে পাঠানো হয়েছে।

পরে, মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী ইউনিয়নের যুগিন্দা এলাকায় অভিযান চালিয়ে মো: লাল্টু (৪০) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে ৪৪ পিস ইয়াবাসহ গ্রেফতার করেছে র্যাব।

আটক মাদক ব্যবসায়ী লাল্টু যুগিন্দা গ্রামের আজিজুল ইসলামের ছেলে।

মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুমোদন পাচ্ছে দুইটি সাবজেক্ট

মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম চালুর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) দুইটি বিষয় অনুমোদন দিচ্ছে।

ইউজিসির সর্বশেষ বৈঠকে মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়, নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয় ও বগুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম চালুর জন্য দুটি করে বিষয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াও এগিয়ে চলছে। ইউজিসির পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের পরিচালক মাকছুদুর রহমান ভূঁইয়ার নেতৃত্বে আজ রবিবার পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল মেহেরপুরে তিনটি স্থান ময়ামারির মাঠ, বিএডিসির বারাদি ফার্ম ও খড়ের মাঠ পরিদর্শন করেছেন।

২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী ভর্তি হবে।
মেহেরপুর সরকারি কলেজের অনার্স ভবনে ছয়টি কক্ষ বরাদ্দ দিয়ে আধুনিক শ্রেণিকক্ষ তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। পাশাপাশি অফিস ভাড়া নিয়ে রেজিস্ট্রারসহ প্রয়োজনীয় কর্মকর্তাও নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে মাদকসহ ৬ মাসে আটক ৩১ নারী

মেহেরপুর সীমান্ত পেরিয়ে আসা মাদকের বস্তা টানছেন নারীরা। কেউ খুচরা বিক্রি করছেন পাড়ায় পাড়ায়, কেউবা দেহে লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন শহর বা অন্য জেলায়। গেল ছয় মাসে (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০২৫) শুধু মেহেরপুর জেলাতেই ৩১ জন নারী মাদক ব্যবসায়ী ও মাদক বহনের শ্রমিক হিসেবে আটক হয়েছেন। পুলিশ, র্যাব, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ পৃথক ও সম্মিলিত অভিযানে তাদের আটক করে।

তাদের মধ্যে কেউ প্রথমবার নয়, দ্বিতীয় বা তৃতীয়বারের মতো ধরা পড়েছেন। কারো বয়স ২২, কেউ ৪০ এর কোটায়। বেশির ভাগই স্থানীয়, দরিদ্র এবং স্বশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত। অধিকাংশ নারীই জড়িত মাদকের খুচরা বিক্রিতে বা মাদক বহনে শ্রমিক হিসেবে। হেরোইন, গাঁজা, বিদেশী মদ. ফেন্সিডিল পৌঁছে দেয়া ও খুচরা ব্যবসার সাথে জড়িত আটক নারীরা।

জেলার গাংনী উপজেলার কাজিপুর, তেকালা, বামুন্দি, মেহেরপুর সদরের শালিকা, বাজিতপুর ও মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর সীমান্ত এখন মাদক পাচারের নিরাপদ পথ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ভারত থেকে নিয়মিতভাবে ফেনসিডিল, ইয়াবা, গাঁজা ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য আসছে এই সীমান্ত দিয়ে। এসব মাদক সংগ্রহ করে স্থানীয় পর্যায়ে খুচরা বিক্রির নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে একটি চক্র। এই চক্রই বেশি আয়ের প্রলোভন দেখিয়ে দরিদ্র নারীদের নিয়োগ করছে বাহক বা বিক্রেতা হিসেবে।

মেহেরপুর সদরের একটি গ্রামে বসবাসকারী এক নারী, যিনি বর্তমানে কারাগারে আছেন, দ্বিতীয়বারের মতো আটক হয়েছেন গত আগস্টে। পুলিশের ভাষ্য মতে, তিনি প্রতি সপ্তাহে দু’বার করে সীমান্ত থেকে মাদক সংগ্রহ করে শহরে পৌঁছে দিতেন। প্রতিবার কাজে তিনি পেতেন ১২শ থেকে ১৫শ টাকা।

স্থানীয় প্রশাসন ও সমাজকর্মীদের ভাষ্য অনুযায়ী, মেহেরপুর অঞ্চলে নারীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ অপ্রতুল। দিনমজুর বা গৃহকর্মীর কাজের বাইরে বিকল্প নেই বললেই চলে। যদিও কাজ মেলে অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষের তুলনায় নারীরা পান কম মজুরি।

স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা এই চক্রের নিয়ন্ত্রকেরা বেশির ভাগ সময় রয়ে যান ধরাছোঁয়ার বাইরে। নারী বাহকদের ধরে হয়তো মামলা হয়, কিন্তু মূল নিয়ন্ত্রকদের খুঁজে বের করার উদ্যোগ যথাযথ নয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক বিদ্যুৎ বিহারী নাথের বয়ানে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, পারিবারিক সহিংসতা ও সহজে অর্থ আয়ের আকাঙ্ক্ষা এই চারটি মূল কারণ নারীদের এই পথে ঠেলে দিচ্ছে। অধিকাংশ নারীই জানেন না, তাদের ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে খুচরা মাদক বিক্রেতাদের সকল নারীই অর্থের লোভে মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত। বেশ কয়েকজন স্বামী স্ত্রী মাদক বিক্রেতার সাথে জড়িত। এদেরমধ্যে জেলা শহরের পেয়াদা পাড়ার চায়না খাতুন ও তার স্বামী হাফিজুল ইসলামকে বেশ কয়েকবার মাদকসহ আটক করা হয়েছে।

মেহেরপুরের মানবাধিকার কর্মী দিলারা পারভিন বলেন, মাদক ব্যবসায় জড়িত নারীরা অপরাধী তো বটেই, কিন্তু এক অর্থে তারা ব্যবহৃতও। প্রশ্ন হলো, তাদের এই অবস্থান সৃষ্টি হওয়ার পেছনে দায়ী কারা? নারীদের বিকল্প জীবিকা গড়ে তোলা জরুরি। মাদক সংক্রান্ত মামলায় নারীদের জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্র ও বিশেষায়িত হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

মেহেরপুরের অতিরিক্ত পলিশ সুপার জামিনুর রহমান খান বলেন, বংশ পরম্পরা মেহেরপুুরের সীমান্ত গ্রামগুলোর পরিবার দারিদ্রতার সাথে বসবাস করে। গত ছয়মাসে বিভিন্ন ধরণের মাদকদ্রব্যসহ ৩১ জন নারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বেশ কয়েকটি বড় ধরণের গাঁজার চালানও ধরা পড়েছে। মাদক চোরাচালানে অল্প সময়ে অনেক টাকা পাবার কারণে এমন বিপথে নামে নারীরা। মাদক চক্রের মূল হোতারা ধরা ছোার বাইরে থেকে যাচ্ছে। তাদের বিচারের আওতায় আনা না গেলে এই প্রবণতা সহজে বন্ধ হবে না।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে অ্যাড.

কামরুল হাসানের গনসংযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপিতে জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে এক পথসভা ও গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (১৮ অক্টোবর) বিকেল ৫ টার সময় আমঝুপি বাজারে এ পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

পথসভা শেষে বিশাল লোকসমাগম নিয়ে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান গণসংযোগ কর্মসূচি শুরু করেন। এ সময় তিনি স্থানীয় জনগণের হাতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা দাবি সম্বলিত লিফলেট বিতরণ করেন এবং এলাকাবাসীর সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

সাবেক সদর থানা যুবদল সভাপতি হাসিবুল ইসলাম স্বপন এর সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সাবেক সদস্য আলমগীর খান ছাতু, সদস্য আবু সালেহ নাসিম ও খাইরুল বাশার, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, রোমানা আহমেদ, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকা বিল্লাহ, জেলা শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের সভাপতি আলিফ আরাফাত খান, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মোশারফ হোসেন তপু, সদর উপজেলা আহ্বায়ক লিয়াকত আলী, আমদহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইলিয়াস হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক সাব্বির হোসেন, পিরোজপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আতিয়ার রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মিন্টু হোসেন, জেলা যুবদলের সদস্য মেহেদী হাসান রোলেক্স, বিএনপি নেতা নাহিদসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতাকর্মী ও অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

পথসভা ও গণসংযোগকে কেন্দ্র করে আমঝুপি এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়। স্থানীয়দের অংশগ্রহণে এ কর্মসূচি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।